রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৯, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৪০২ বাং/২৮শে নভেম্বর ১৯৯৫ ইং

এস, আর, ও, নং ২০২-আইন/৯৫/১৬৩৯/কাস।—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 19 এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর ১৪(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে জনস্বার্থে নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের উপর আরোপনীয় সমুদয় আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, মওকুফ করিল, যথা :—

মওকুফকৃত পণ্যসমূহ

(ক) বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওয়েল, গ্যাস ও মিনারেল কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর সহিত সম্পাদিত উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (Production sharing contract) এর আওতায় স্থায়ীভাবে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, ও অন্যান্য পণ্য;

(খ) উপরি-উক্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের বাহিরে ফেরত নেওয়ার ভিত্তিতে আমদানিকৃত ড্রিলিং, ডাইরেকশনাল ড্রিলিং, ওয়ার্কওভার, মাডলগিং, মাড ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়ারলাইন লগিং, সিমেন্টেশন, ওয়েল টেস্টিং (প্রডাকশন), ডিএসটি, কয়েল টিউবিং, স্লাবিং এবং সাইসমিক/গ্রাভিটি/ম্যাগনেটিক/এ্যারোম্যাগনেটিক সার্ভিসেস এর যন্ত্রপাতি ও মালামাল।

মূল্য : টাকা ২.০০

প্রযোজ্য শর্তাবলী :

২। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও পণ্য কেবলমাত্র তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে মর্মে পেট্রোবাংলার পক্ষে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার কোন কর্মকর্তা চালান ওয়ারী একটি প্রত্যয়ন পত্র দিবেন।

৩। এই প্রজ্ঞাপন এর আওতায় রেয়াত প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্য উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে আমদানিকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষের গৃহীত আইনানুগ যে কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন মর্মে তিনি একটি অংগীকারনামা আমদানীকৃত দ্রব্য খালাসের সময় সংশ্লিষ্ট কমিশনারের বরাবর দাখিল করিবেন।

৪। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় ফেরত দেওয়ার ভিত্তিতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদের কার্যশেষে বিদেশে ফেরত নেওয়া হইবে অথবা ফেরত লইতে ব্যর্থ হইলে সমুদয় প্রযোজ্য শুল্ক মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক পরিশোধ করা হইবে মর্মে পেট্রোবাংলার পক্ষে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং আমদানীকারকের একটি যৌথ অংগীকারনামা পণ্য খালাসের পর্যায়ে কাস্টমস হাউসে দাখিল করিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) যে সকল যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায় তাহাদের তালিকা ও প্রকৃত পরিমাণ সম্পর্কে প্রতি চার মাস অন্তর পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এই ধরণের সম্পূর্ণ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের জন্য শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে হইবে না। তবে কোন কোন যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে এই সুবিধা গ্রহণ করা হইবে তাহা মালামাল খালাসের পূর্বে, পেট্রোবাংলা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে জানাইতে হইবে। এই প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্বে যে সকল ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়াছে পেট্রোবাংলা এই প্রজ্ঞাপন জারীর তিন মাসের মধ্যে উহাদের তালিকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবে।

(খ) যদি কোন যন্ত্র ভাংগিয়া যায় বা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে এই তথ্য পেট্রোবাংলার মাধ্যমে তিন মাসের মধ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে এবং ছয় মাসের মধ্যে উহা সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। এই ধরণের জমাকৃত যন্ত্রের জন্য কোন শুল্ক ও কর দিতে হইবে না। জমাকৃত ভগ্ন যন্ত্রাংশ স্ক্র্যাপ হিসাবে প্রচলিত নিয়মে নীলাম করা হইবে।

(গ) এই প্রজ্ঞাপনের অধীনে ফেরতের ভিত্তিতে আমদানীকৃত সকল প্রকার যানবাহন মালামাল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের একটি তালিকা প্রতি আর্থিক বৎসরে শেষে অর্থাৎ ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলা বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

৫। তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলন ও উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এরূপ কোন পণ্য যথা : অফিস সরঞ্জামাদি, এয়ারকন্ডিশনার রেফ্রিজারেটর, (কোন যন্ত্রের সংগে built in অবস্থায় আমদানী ব্যতীত (সিডান কার বা ষ্টেশন ওয়াগন, মাইক্রোবাস, গৃহস্থালী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অনুরূপ অন্যান্য পণ্য রেয়াত প্রাপ্ত হইবে না।

৬। ফেরত নেওয়ার ভিত্তিতে কেবলমাত্র তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যে ব্যবহারযোগ্য জীপ ও পিক-আপ এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক মুক্তভাবে খালাস পাইবে। তবে এইরূপ আমদানীতব্য জীপ ও পিক-আপের সংখ্যা সম্পর্কে আমদানীর পূর্বেই পেট্রোবাংলা কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াতপ্রাপ্ত আমদানীকৃত কোন প্রকার যন্ত্রপাতি, যানবাহন, যন্ত্রাংশ ও পণ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

৮। বাংলাদেশে খনিজ তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সকল বিদেশী কোম্পানী বাংলাদেশ ওয়েল, গ্যাস ও মিনারেল কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর সহিত উৎপাদন বন্টন চুক্তি সম্পাদন করিবে এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সুবিধা কেবলমাত্র তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং তাহারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ২২-আইন/৯৪/১৫৩৯/কাস, তারিখঃ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং এর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডঃ আকবর আলি খান

সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।